লাজ-লজ্জা ও সোশ্যাল মিডিয়ার ভুল ব্যবহার

15-December-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন **(অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)**।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَى اللّٰهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْهَا لِاٰخِرَتِهٖ وَ ثَلَاثِيْنَ مِنْهَا لِدُنْيَاهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিনে আমার প্রতি একশত (১০০) বার দরূদ শরীফ পেরণ করবে আল্লাহ পাক তার একশটি প্রয়োজন পুরণ করবে। তার মধ্যে হতে ৩০টি দুনিয়াতে আর ৭০টি আখিরাতে। **(কানযুল উম্মাল, ১/২৫৫, হাদীস: ২২২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

লজ্জা ও শরমের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামে লজ্জা ও শরমকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। লজ্জার গুরুত্বকে জাগ্রত করতে গিয়ে লজ্জা ও শরমের শিক্ষা প্রদানকারী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْاِيمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُونَ شُعْبَةً،وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيمَانِ অর্থাৎ ঈমানের সত্তরটিরও (৭০) বেশি অংশ রয়েছে এবং লজ্জা ঈমানের একটি অংশ। **(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫)**

হকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: শুধুমাত্র প্রকাশ্যভাবে নেকী করা এবং মুখে লজ্জার স্বীকার করা পরিপূর্ণ লজ্জা নয় বরং প্রকাশ্য এবং গোপনিয় অঙ্গকে গুনাহ থেকে বাঁচানোই হচ্ছে লজ্জা। সুতরাং মাথাকে আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কারো সিজদা থেকে বাচাঁন, অভ্যন্তরীন মগজকে রিয়া (লৌকিকতা) এবং অহঙ্কার থেকে বাঁচান, জিহবা, চোখ এবং কানকে নাজায়িয বলা, দেখা ও শুনা

থেকে বাঁচান, এটি হলো মাথার নিরাপত্তা। পেটকে হারাম খাবার থেকে, লজ্জাস্থানকে অপকর্ম থেকে, মনকে মন্দ চাহিদা থেকে নিরাপদ রাখুন, এটা হলো পেটের নিরাপত্তা। সত্য তো এটাই যে, নেয়ামত হলো প্রতিপালকের দান এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া (দয়ার দৃষ্টি) তেই নসীব হতে পারে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৪৪০)**

লজ্জা কী?

মনে রাখবেন! লজ্জা এমন একটি গুণ, যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর বান্দাদের জাহির ও বাতিনকে পরিশুদ্ধকারী নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ অর্থাৎ তোমার লজ্জা না থাকলে তবে তুমি যা ইচ্ছা করো।

(বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, ৫৬তম অধ্যায়, ২/৪৭০, হাদীস: ৩৪৮৪)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: এই বাণীটি আতঙ্ক ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য, কেননা যা ইচ্ছা করো, যেমন কর্ম তেমন ফল। মন্দ কাজ (অশ্লিল কাজ) করবে তো এর শাস্তি পাবে।

কোন বুযুর্গ তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিলেন, যার সারমর্ম হচ্ছে: যদি গুনাহ করার সময় যখন তোমার আসমান ও জমিনের কাউকে লজ্জা না হয়, তবে নিজেকে চতুষ্পদ প্রাণী বলে গন্য করো। আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লজ্জা সম্পর্কে বলেন: وَهُوَ خُلُقٌ يَّمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْفِعْلِ الْقَبِيْحِ بِسَبَبِ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ লজ্জা হলো সেই অভ্যাস, যা ঈমানের কারণে মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। **(মিরকাতুল মাফাতিহ, ১/১৪০, ৫নং হাদীসের পাদটিকা)**

লজ্জার বিধান

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা লিখক হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: লজ্জা কখনো ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে, যেমন কোন হারাম ও নাজায়িয কাজকে লজ্জা করা, কখনো মুস্তাহাব, যেমন মাকরূহে তানযিহী থেকে বিরত থাকাতে লজ্জা করা এবং কখনো মুবাহ (অর্থাৎ জায়িয কাজ) যেমন এমন কোন কাজ যা শরীয়ত জায়িয বলে ঘোষনা দিয়েছে তা করাকে লজ্জা করা।

(নুযহাতুল ক্বারী, ১/৩৩৪)

লজ্জা পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লজ্জা প্রসার করতে পরিবেশ ও প্রশিক্ষণের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। লজ্জার সুবাশ ভরা পরিবেশ নসীব হয়ে যাওয়া অবস্থায় লজ্জায় আরো সৌন্দর্য্যতা অর্জিত হয়, আর নির্লজ্জ মানুষের সহচর্য অন্তর ও দৃষ্টির পবিত্রতা ছিনিয়ে নিয়ে র্নিলজ্জ বানিয়ে দেয়, অতঃপর বান্দা অসংখ্য অনৈতিক এবং নাজায়িয কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। এই লজ্জার নেয়ামতেই তো ছিলো, যা মন্দ এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখতো। যদি লজ্জাই না থাকে তবে এবার মন্দ কাজ করা থেকে কে বিরত রাখবে? অনেক লোক এমন রয়েছে, যারা বদনামের ভয়ে লজ্জায় মন্দ কাজ করে না কিন্তু যার বদনামির কোন তোয়াক্কাই নেই, এমন নির্লজ্জ লোক সকল গুনাহ করে ফেলে, নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করে অনৈতিকতার চরম সীমায় নেমে যায় এবং অমানুষিক কাজ করাতে লজ্জা অনুভব হয়না। আর আল্লাহ ওয়ালাগণ শুধু লজ্জা ও শরমের অধিকারী ছিলেন না বরং লজ্জা ও শরম তাদের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে ছিলো। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে আল্লাহ পাকের দানক্রমে অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী

রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবী ও তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমানে গনী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর লাজ-লজ্জার একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি:

ফিরিশতারাও লজ্জা পেত

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا বলেন: একদিন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর ঘরে শুয়ে ছিলেন এবং তখন তাঁর রান বা হাঁটু মুবারক থেকে কাপড় সরে গিয়েছিলো। তখন আমিরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এলেন এবং তিনি ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আমিরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে ভালবাসা পোষনকারী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে ডাকলেন এবং তিনি ভেতরে আসলেন কিন্তু আসমান সমূহের ভ্রমনকারী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেইভাবেই শুয়ে ছিলেন আর কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এরপর হযরত ওমর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ও আসলেন। তিনি ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, ফারুখে আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি অনুগ্রহকারী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকেও অনুমতি দিলেন এবং তিনিও ভেতরে এলেন, কিন্তু তখনো হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেভাবেই শুয়ে ছিলেন অর্থাৎ রান বা হাঁটু থেকে কাপড় সরেই ছিলো। অতঃপর ধাই হালিমা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এর ভাগ্য সুপ্রন্নকারী রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমানে গনী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এলেন এবং তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন প্রতিপালক থেকে নেয়ামত আনয়নকারী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উঠে বসলেন ও কাপড় ঠিক করে নিলেন। এরপর হযরত ওসমানে গনী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে ভেতরে আসার অনুমতি দিলেন।

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: যখন তাঁরা চলে গেলেন তখন আমি অসহায়দের সহায় হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলাম: ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এমন কি কারণ ছিলো যে, আমার সম্মানিত পিতা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এলেন কিন্তু আপনি পূর্বের ন্যায় শুয়ে ছিলেন এবং কোন নড়াচড়াও করলেন না। কিন্তু যখন হযরত ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এলেন তখন আপনি উঠে বসে গেলেন এবং কাপড় ঠিক করে নিলেন? হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা গুনাহগারদের শাফায়াতকারী প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি কি সেই ব্যক্তিকে লজ্জা করবো না, যাকে ফিরিশতারাও লজ্জা করে। **(মুসলিম, ১৩০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪০২)**

বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকে রান মুবারক থেকে কাপড় সরে পরার উল্লেখ রয়েছে, এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: এর অর্থ এই নয় যে, (রান) একেবারেই নগ্ন ছিলো, এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, রান থেকে জামা সরে গিয়েছিলে, তেহবন্দ শরীফ আপন স্থানেই ছিলো। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৯২)**

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শরম ও লজ্জা সম্পর্কে কি আর বলবো যে, উম্মতকে সুসংবাদ প্রদানকারী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁকে লজ্জা করতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুবই উত্তম গুণাবলী সম্পন্ন ছিলেন, এমনকি জাহেলিয়্যতের যুগেও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক মন্দ কাজ থেকে দূরে ছিলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বলেন: আমি না কখনো অহেতুক গান গুনগুন করেছি আর না এর আশা করেছি, জাহেলিয়্যতের যুগ এবং ইসলামী যুগ উভয় যুগে কখনো মদ পান করিনি এবং যখন থেকে আমি

অতীব সুন্দরময় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বাইয়াত হয়েছি, তখন থেকে আমার ডান হাতে আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি।

(তারিখ ইবনে আসাকির, ৩৯/২২৫)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লাজ-লজ্জা

প্রিয় আশিকানে রাসূল! ভাবুন তো একবার! যেখানে একজন সাহাবীর লাজ-লজ্জার এই অবস্থা, সেখানে স্বয়ং লাজ-লজ্জার প্রতিবিম্ব হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লজ্জাশীলতার কি অবস্থা হবে। যেমনটি;

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লজ্জাশীলতা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদুরী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাইতেও বেশী লজ্জাশীল ছিলেন, যেমন কোন কুমারী নারী পর্দার মধ্যে লজ্জাবতী হয়ে থাকে। **(মিশকাত, ২/৩৪৫, হাদীস: ৫৮১৩)**

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণিত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: কুমারী নারীর যখন বিয়ের সময় ঘনিয়ে আসে তখন তাকে ঘরের এক কোণে বসিয়ে রাখা হতো। সেই যুগে মেয়েরা খুবই লজ্জাবতী হতো, পরিবারের লোকেদেরও লজ্জা করতো, কারো সাথে খোলামেলা কথা বলতো না, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লজ্জা এর চাইতেও বেশী ছিলো, লজ্জা মানুষের বিশেষ রত্ন, ঈমান যতই শক্তিশালী হবে, লজ্জাও তত বেশী হবে। **(মীরাতুল মানাযিহ, ৮/৭৩)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা যতই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগ থেকে দূরে সরে আসছি, আমলহীনতা ও নির্লজ্জতার অন্ধকারে আরো বেশি নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছি। অন্যান্য মন্দ কাজের পাশাপাশি

পর্দাহীনতা, নির্লজ্জতা এবং কুদৃষ্টির ধ্বংসলীলা আমাদের সমাজকে ধ্বংসের শেষ সীমায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

"শুধুমাত্র অন্তরের পর্দা যথেষ্ট" এরূপ বলা কেমন?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে প্রশ্ন করা হলো: "শুধুমাত্র অন্তরের পর্দা যথেষ্ট" এর বাস্তবতা কী? তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: এটা শয়তানের অনেক বড় ও মন্দ আক্রমন আর এই নিকৃষ্ট বাক্য দ্বারা কুরআনে পাকের সেই সকল আয়াতকে অস্বীকার করা সাব্যস্ত হয়, যাতে শরীরকে পর্দায় গোপন করার হুকুম রয়েছে। যেমন;

২২তম পারার সূরা আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিজেদের ঘর সমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা।

তাফসীরে সীরাতুল জিনান ৮ম খন্ডের ২১ পৃষ্ঠায় এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে লিখেন: অর্থাৎ যেমনিভাবে পূর্বের জাহেলিয়্যতের মহিলারা বেপর্দা থাকতো, তেমনিভাবে তোমরা বেপর্দা হয়ো না। পূর্ববর্তি ও পরবর্তি জাহেলিয়্যতে যুগ সম্পর্কে মুফাসসীরদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে, তা থেকে একটি উক্তি হলো যে, পূর্ববর্তি জাহেলিয়্যত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলামের পূর্ব যুগ, সেই যুগে মহিলারা গর্ব সহকারে বের হতো এবং নিজের সাজ-সজ্জা এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশ করতো যেনো পর পুরুষরা তাদের দেখে, এমন পোষাক পরিধান করতো, যাতে শরীরের অঙ্গ

ভালভাবে ঢাকতো না এবং পরবর্তি জাহেলিয়্যত দ্বারা শেষ জামানা উদ্দেশ্য, যাতে লোকদের কর্ম পূর্ববর্তিদের ন্যায় হয়ে যাবে। **(খাযিন, আল আহযাব, ৩৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪৯৯। জালালাঈন, আল আহযাব, ৩৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)**

মনে রাখবেন! যে ব্যক্তি দেহের পর্দাকে সম্পুর্ণরূপে অস্বীকার করবে আর বলবে: "শুধুমাত্র অন্তরের পর্দা যথেষ্ট" তার ঈমান চলে যাবে। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "এই ধারণা করা যে, বাত্বিন (অর্থাৎ অন্তর) পরিষ্কার হওয়া উচিত, জাহির (বাহ্যিক) যেমনই হোক না কেন, এটা ভ্রান্ত ধারণা। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে: "যদি তার অন্তর ঠিক থাকে তবে জাহির (বাহ্যিক) নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যায়।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৬০৫) (পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর, ১৬১-১৬৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত জীবনে মানুষকে তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। (১) শিশুকাল (২) যৌবনকাল এবং (৩) বৃদ্ধকাল। শিশুকালে মানুষের আগ্রহ খেলাধুলার দিকেই বেশী ধাবিত হয়, বৃদ্ধ বয়সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুবই দূর্বল হয়ে যায়, রোগ বালাই এসে ভর করে, গুনাহের দিকে কম ধাবিত হয় এবং ইবাদতের দিকে আগ্রহ বেড়ে যায় আর যৌবনকাল সেই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা, যখন মানুষের মনে নফসের চাহিদার প্রভাব বেশী হয়ে থাকে, কেননা জীবনের এই অংশে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ্য থাকে আর যৌবনের উন্মত্ততায় মত্ত হয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্যকে ভুলে যায় এবং জীবনের এই মূল্যবান সময়কে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিমুলক কাজে অতিবাহিত করার পরিবর্তে অশ্লীল কাজে নষ্ট করে দেয়। এই জন্য বিশেষ করে যুবকদের উচিত তারা নিজেকে নিজে অশ্লীলতার ধ্বংসলীলা থেকে বাচাঁনোর জন্য বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام জীবনী গ্রহণ

করে কারণ এই নেককার ব্যক্তিগণ কি সুন্দর এক আইডিয়াল স্বরূপ, যৌবনের মুল্যয়ন মুহুর্তগুলো অতিবাহিত করেছে, সম্পূর্ণ যৌবনেও লজ্জাশীলতা দৃঢ়ভাবে আকঁড়ে রাখতেন এবং এর প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দান ও দয়ার উপযোগী সাব্যস্ত হয়। আসুন! এমনি এক লজ্জাশীল যুবকের ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি। এবং তা থেকে অর্জনকৃত মাদানী ফুল গ্রহণ করে অন্তরের মাদানী ফুলদানীতে সাজিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি।

নিশ্চয় আমাকে দু'টি জান্নাত দান করা হয়েছে

হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুবারক যুগে এক যুবক অত্যন্ত মুত্তাকী, পরহেযগার ও ইবাদতগুজার ছিলো। হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজেও তাঁর ইবাদত দেখে হতবাক হতেন। যুবকটি ইশার নামায মসজিদে আদায় করার পর নিজের বৃদ্ধ পিতার সেবা করার জন্য যেতো। রাস্তায় এক সুন্দরী নারী তাঁকে ডাকতো। কিন্তু যুবকটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই দৃষ্টিকে নিচের দিকে করে চলে যেতো। অবশেষে একদিন সেই যুবকটি শয়তানের প্ররোচনা এবং সেই মহিলাটির ডাকে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু সে যেই দরজায় গিয়ে পৌঁছালো, তখন আল্লাহ পাকের এই মহান ফরমানটি স্মরণে এসে গেলো:

اِنَّ الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا اِذَا مَسَّہُمۡ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّیۡطٰنِ تَذَکَّرُوۡا فَاِذَا ہُمۡ مُّبۡصِرُوۡنَ ﴿۲۰۱﴾

(পারা-৯, সূরা আরাফ, আয়াত-২০১)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> নিশ্চয় ওই সব লোক, যারা তাক্বওয়ার অধিকার হয়, যখনই তাদেরকে কোন শয়তানী খেয়ালের ছোয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবধান হয়ে যায়; তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

এই আয়াতে মুবারকা স্মরণে আসার সাথে সাথে তাঁর মনে আল্লাহ্ পাকের ভয় এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করলো যে, সে বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। যখন সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরে পৌঁছায়নি, তখন তাঁর বৃদ্ধ পিতা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে চলে এলো এবং লোকজনের সাহায্যে তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে ঘরে নিয়ে এলো। হুশ ফিরে আসার পর পিতা তাঁর কাছে ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করলো। যুবকটি সম্পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করার পর যখনই পবিত্র আয়াতটির কথা উল্লেখ করলো, তখন আবারো তাঁর মাঝে আল্লাহ পাকের ভয় তীব্র হয়ে দেখা দিলো। সে তখন জোরে একটি চিৎকার দিয়ে উঠলো অতঃপর তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো। রাতারাতি তাঁর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হলো। সকালে ঘটনাটি যখন হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর নিকট উপস্থাপন করা হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ শোক জ্ঞাপনার্থে তাঁর পিতার নিকট তাশরিফ নিয়ে গেলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তাঁকে বললেন: রাতেই কেন আমাকে জানালেন না? তাহলে আমিও জানাযায় অংশগ্রহন করতাম। তিনি আরয করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার আরামের কথা ভেবে আপনাকে জানানো ভালো মনে করিনি। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বললেন: আমাকে তার কবরে নিয়ে চলুন। সেখানে গিয়ে তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এই আয়াতটি পাঠ করলেন:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿۴۶﴾

(পারা ২৭, সূরা রহমান, আয়াত ৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যে ব্যক্তি আপন রবের সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে।

তখন কবরের ভেতর থেকে সেই যুবকটি উচ্চ আওয়াজে বললো: হে আমীরুল মুমিনীন! নিশ্চয় আমার পালনকর্তা আমাকে দুইটি জান্নাত দান করেছেন। **(শরহুস সুদূর, ২১৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! শুনলেন তো আপনারা, আল্লাহ ওয়ালারা যৌবনেও ইবাদত করা এবং অশ্লীলতা থেকে বাঁচার কিরূপ মানসিকতা ছিলো যে, যুবকাবস্থায় অধিকাংশ সময় আল্লাহ পাকের ইবাদত এবং পিতা-মাতার সেবায় অতিবাহিত করতেন, এই মহান ব্যক্তিরা শয়তানের কৌশল সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকতেন আর এই কারণেই গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষমতা থাকার পরও নিজের দৃষ্টিকে বাঁিচয়ে রাখতেন এবং নিজের পবিত্র স্বত্বাকে অশ্লীল কাজ দ্বারা মলিন করা থেকে বাঁিচয়ে রাখতেন। মনে রাখবেন! শয়তান মুসলমানদের প্রাণঘাতি শত্রু, তার পুরোদমে চেষ্টা থাকে, যেকোন ভাবেই মুসলমান নেককার লোকেদের পথ থেকে সরিয়ে অন্যায় ও পাপের পথে পরিচালিত করার, যাতে সমাজ থেকে লজ্জার অস্থিত্ব বিলীন হয়ে যায় এবং নির্লজ্বতা ও অশ্লীলতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং বুদ্ধিমানের উচিৎ যে, সেই লাজ-লজ্জার অগ্রদূত অর্থাৎ পুর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام আচঁলকে শক্তভাবে আকঁড়ে ধরা এবং অভিশপ্ত শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা আর কখনোই শয়তানের প্ররোচনায় কর্নপাত না করা এবং অভিশপ্ত শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করা, যারা তাকে নফস ও শয়তানের প্ররোচনার প্রতি সজাগ রাখে।

নেক আমল নম্বর ১১ এর উৎসাহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লাজ-লজ্জা অনুসরণ হওয়া, নেকী করা, গুনাহ থেকে বাঁচা এবং নেক মুসলমানের সংস্পর্শ পাওয়ার জন্য আশেকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার জন্য ১২ দ্বীনি কাজে অংশ নিন। দাওয়াতে ইসলামীর ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে হতে একটি কাজ হলো "নেক আমলে"র পুস্তিকা পূরণ করা। যদি এমন বলা হয় যে, শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই পুস্তিকাতে যা নেক আমল প্রশ্নোত্তর আকারে প্রদান করেছে মুলত এটা তাকওয়া খোদাভীরু, লাজ-লজ্জার প্রথম সিঁড়ি, বললে ভূল হবে না। এই নেক আমলের উপর আমল করার ফলে নিজেকে নিজে পরিবর্তন অনুভব করবেন সেই নেক আমলের মধ্যে হতে একটি নেক আমল নম্বর ১১ তে এটা রয়েছে যে "পথ চলার সময় কার বা বাস ইত্যাদিতে সফর করার সময় নিজেকে অযথা তাকানো থেকে বাঁচিয়ে আপনি কি আজ দৃষ্টিকে নত রেখেছেন? আর বিনা প্রয়োজনে এদিক সেদিক তাকানো থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছেন?"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুদৃষ্টি মানুষকে ব্যভিচারে জড়িত করার অনেক বড় মাধ্যম। লাজ-লাজ্জা মানুষ সর্বদা নিজের দৃষ্টি হেফাযত করে এই জন্য চোখ হিফাযত করা আমাদের জন্য আবশ্যক। এই চোখ আল্লাহ পাকের অনেক বড় নিয়ামত কিন্তু যদি সেটা শরীয়তের অনুসরণ থেকে মুক্ত করে দেয়া হয় তাহলে নামায়ে আমল কালো করে ছাড়বে এই জন্য কুরআন ও হাদীসেও চোখের হিফাযতের অনেক জোর দিয়েছে সুতরাং আমাদের উচিত যে আমরা উল্লেখিত নেক আমলের প্রতি আমল করা এবং স্বীয় চোখের হিফাযত করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সমাজের অবনতি ও উন্নতির মধ্যে নারীর একটি বড় ভূমিকা রয়েছে, যেমন; যদি নারী নেককার, পরহেযগার এবং লজ্জাবতী হয় তবেই এই গুনাবলী তার বংশধরদের মঝেও পরিবর্তিত হয়ে আসবে, সুতরাং নারীদের উচিৎ যেন নাজায়িয ফ্যাশন, অপ্রয়োজনে শপিং সেন্টার, বাজার, পার্ক, নারী পুরুষের মিশ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং নির্লজ্বতাপূর্ণ স্থানের সৌন্দর্য্য বর্ধণ না করে উম্মাহাতুল মুমিনিন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُنَّ এবং প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহাজাদীদের رَضِیَ اللهُ عَنۡهُنَّ পবিত্র আচার ও আচরণ থেকে শিক্ষা গ্রহন করে চাদর এবং চার দেয়ালের মধ্যেই থাকাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করা, কেননা তাঁরাই সেই পবিত্রতম নারী স্বত্বা, যাদের মধ্যে লাজ-লজ্জার মূল পদার্থটি অধিকহারে ছিলো। বিশেষত প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় শাহাজাদী খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর লজ্জার অবস্থা তো দেখার মতো এবং অনুস্বরণীয় দৃষ্টান্ত। আসুন! শাহাজাদীয়ে কাওনাঈন সায়্যিদা বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর অতুলনীয় লাজ-লজ্জা সম্পর্কীত একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি।

অতুলনীয় সত্তার অতুলনীয় পর্দা

সুলতানে মদীনা صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী (প্রকাশ্য) ওফাতের পর খাতুনে জান্নাত, শাহাজাদীয়ে কওনাইন, হযরত ফাতেমাতুয যাহারা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর হুযুর صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরহ এমনভাবে পেয়ে বসেছিলো যে, তাঁর ঠোঁটে মুচকি হাসি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো! তাঁর ওফাতের পূর্বে শুধুমাত্র একবারই মুচকি হাসতে দেখা গিয়েছিলো। এই ঘটনাটা কিছুটা এরূপ, হযরত খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর এই উদ্বেগ ছিলো যে, আমি তো সারা জীবন পর-পুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি, এখন যদি মৃত্যুর পর আমার কাফন পরিহিত লাশে মানুষের দৃষ্টি পড়ে

যায়! কোন এক সময় হযরত আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমি হাবশায় দেখেছি যে, জানাযার সাথে গাছের ডাল বেঁধে দোলনার মতো বানিয়ে তার উপর পর্দা লাগিয়ে দেয়া হয়েছিলো। অতঃপর আমি খেজুরের ডাল আনিয়ে, তা জুড়ে তার উপর কাপড় লাগিয়ে সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে দেখালাম। তিনি খুবই খুশি হলেন এবং ঠোঁটে মুচকি হাসি এসে গিয়েছিলো। ব্যস এই এক মুচকি হাসিই ছিলো যা হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর দেখা গিয়েছিলো।

(জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব, ১৫৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো যে, প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর হযরত ফাতেমাতুয যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মাঝে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিরহ প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো, কিন্তু তারপরও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লজ্জার চাদর শক্তভাবে আকঁড়ে ধরেছিলেন। তাঁর শুধু এই ভাবনাই ছিলো যে, যেন মৃত্যুর পর আমার কাফন কোন পর-পুরুষের নজরে না পড়ে।

সন্তান হারিয়েছি, লজ্জা হারায়নি!

অনুরূপভাবে সাহাবীয়ায়ে রাসুল হযরত উম্মে খাল্লাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর একটি ঘটনা রয়েছে যে, এক যুদ্ধে তাঁর ছেলে শহীদ হয়ে গেলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এ ব্যাপারে জানার জন্য চেহারায় নেকাব লাগিয়ে পর্দা সহকারে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, এতে কেউ আশ্চার্য হয়ে বললেন: এমন মুহুর্তেও আপনি মুখে নেকাব পড়ে আছেন! তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলতে লাগলেন: আমি সন্তান হারিয়েছি ঠিকই, লজ্জা শরম হারায়নি। **(সুনানে আবী দাউদ, ৩য় খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৮৮)**

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! শুনলেন তো আপনারা যে, সন্তান শহীদ হওয়ার পরও উম্মে খাল্লাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا "পর্দা" ঠিক রেখেছেন। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে সর্বত্র বেপর্দা ও অশ্লিলতা তার গোড়াপত্তন করে রেখেছে। মনে রাখবেন! শয়তান এটিই চায় যে, যেকোনভাবে নারীকে বেপর্দা করে লাজ-লজ্জাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া এবং পুরুষদের কুদৃষ্টির আপদে নিক্ষেপ করে তাদেরকেও আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি এবং জাহান্নামের আযাবের যোগ্য বানিয়ে দেয়া।

লোহার পেরেক

হযরত মা'কীল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে কারো মাথায় লোহার পেরেক গেঁথে দেয়া এটা এর চেয়ে উত্তম যে, সে এমন কোন মহিলাকে স্পর্শ করবে, যা তার জন্য হালাল নয়। **(মু'জামুল কবীর, ২০/২১১, হাদীস: ৪৮৬)** অপর এক বর্ণনায় এমনও বর্ণিত হয়েছে, যে কোন পরনারীর সাথে হাত মিলালো, তবে সে কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় আসবে যে, তার হাত আগুনের শিখল দ্বারা গর্দানের সাথে বাধা থাকবে।

(কুররাতুল উয়ুন, ৩৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইন্টারনেটের ধ্বংসলীলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সোশ্যাল মিডিয়ার উদাহরণ একটি ছুরির ন্যায়, যার সঠিক এবং ভুল উভয় ব্যবহার রয়েছে, কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজে সোশ্যাল মিডিয়ার ভুল ব্যবহার অনেক বেশি, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্যমান অশ্লিল বিষয়াদী এবং কাহিনী, অশ্লিল ছবি এবং

মানবিক চাহিদাকে বিভ্রান্তকারী অশ্লিল ভিডিও যুব সমাজের চরিত্র ও আচরণ এবং অভ্যাসকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, সারা রাত সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্মমভাবে নিজের টাকা এবং মূল্যবান সময় নষ্ট করা, মিথ্যা বলা, মানুষকে ধোকা দেয়া, ব্লাকমেইল করার মতো মন্দ কাজ সমূহ আমাদের সমাজে যুবকদের মাঝে দ্রুততার সাথে প্রসার হচ্ছে, পূর্বে তো সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিলো, কিন্তু যখনই এই সুবিধা মোবাইলে এসেছে, তখন অল্প বয়সি শিশুরাও এই রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের ভবিষ্যতকে নষ্ট করছে, এই রোগে আক্রান্ত যুব সমাজ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজে কোন গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা পাওয়ার পরিবর্তে চরিত্র ও বিচার বুদ্ধি হারিয়ে সমাজে অপমান ও অপদস্ত হতে দেখা যাচ্ছে। আসুন! সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করি।

সোশ্যাল মিডিয়ার ধ্বংসলীলা

(১) ধর্মীয় ক্ষতি:

অক্টোবর ২০১৭ ইং এর “মাসিক ফয়যানে মদীনা”র ৩৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের গুনাহ সমূহ বিশেষ করে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচা খুবই কঠিন, যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ায় বদ মাযহাব এবং বেদ্বীন লোকেদের অধিকহারে পাওয়া যায়, তাই অনেক সময় একজন সাধারণ মুসলমানের তাদের প্ররোচনায় এসে পথভ্রষ্ট বা বেদ্বীন হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে।

(২) শারীরিক ক্ষতি:

সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্টস হয়তো মোবাইলে ব্যবহার করা হয় অথবা কম্পিউটারে এবং উভয়েই বিশেষকরে দৃষ্টির উপর তাছাড়া

ব্যবহারের পদ্ধতি সঠিক না হওয়ার কারণে শরীরের পেশীতে মন্দ প্রভাব পরে।

(৩) শিক্ষাগত ক্ষতি:

শিক্ষা তা দ্বীনি হোক বা দুনিয়াবী, এতে সফলতার জন্য সময়ের সঠিক ব্যবহার খুবই আবশ্যক এবং সোশ্যাল মিডিয়া এর চেয়ে বেশি সময় নষ্টকারী সম্ভবত অন্য আর কিছু নাই। ভবিষ্যতে হয়তো উম্মত বিশুদ্ধ ওলামা, ভাল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পাবে না (কেননা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার কারণে ছাত্রদের অধিকাংশ সময় তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।)

(৪) সামাজিক ক্ষতি:

যদিও সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে এক স্থানে বসে পুরো দুনিয়ায় যেকোন সময় যোগাযোগ করা যায়, কিন্তু আপনজনদের থেকে দূরত্ব বেড়ে গেছে, মা, বাবা এবং সন্তান আপন আপন সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্টে ব্যস্ত থাকে এবং একে অপরকে সময়ও দিতে পারে না।

(৫) অর্থনৈতিক ক্ষতি:

বিভিন্ন প্যাকেজ ইত্যাদির কারণে অনেক টাকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই সময় ও টাকার সঠিক ব্যবহার করে অর্থনৈতিকভাবে নিজেকে অনেক শক্তিশালী করা যেতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাদের সময়ের গুরুত্ব দেয়া নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, অক্টোবর ২০১৭ ইং, ৩৩ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন যে, সোশ্যাল মিডিয়ার কিরূপ ধ্বংসযজ্ঞতা রয়েছে এবং এর কারণে সমাজে কি ধরনের অপরাধ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সুতারাং চতুরতা এতেই যে কাজ কর্ম থেকে অবসর

হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় নষ্ট করার পরিবর্তে নিজের পরিবারের লোকজনকে সময় দেয়া, ইবাদত ও রিয়াযত, যিকির ও দরূদ, আখিরাতের চিন্তা, পিতা-মাতার আনুগত্য, সন্তানের দ্বীনি প্রশিক্ষণ, দ্বীনি কাজে ব্যস্ততা, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব সমূহ অধ্যয়ন করাতে সময় অতিবাহিত করা। হ্যাঁ! যাদের জন্য আসলেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা প্রয়োজন, যেমন; সাংগঠনিক যিম্মাদারগন, অনুরূপভাবে জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি তবে তারা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করাতে সমস্যা নাই। কিন্তু মনে রাখবেন! এতেও এই সতর্কতা আবশ্যক যে, যতটুকু প্রয়োজন শুধুমাত্র ততটুকুই ব্যবহার করা, এমন যেনো না হয়, শয়তান এর উপর ভিত্তি করে অপ্রয়োজনে বা ভুল ব্যবহারের দিকে নিয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারগন সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা কিভাবে উপকারীতা লাভ করবে এবং কিভাবে এর সাহায্য দ্বীনের খেদমত করবে। তবে আসুন! সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকারীতা সম্পর্কে শ্রবণ করি যে, এটি দ্বীনের কাজে কিভাবে সাহায্যকারী হিসেবে প্রমানিত হয়।

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত

(১) নেকীর দাওয়াতের মাধ্যম:

নভেম্বর ২০১৭ ইং এর "মাসিক ফয়যানে মদীনা"র ৫৩ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: সোশ্যাল মিডিয়ার বিশুদ্ধ ব্যবহার অনেক নেকী অর্জনের মাধ্যমও হতে পারে। একই সময়ে অনেক লোককে খুবই অল্প সময়ে নেকীর দাওয়াত প্রদান করা যেতে পারে এবং বিভিন্ন স্থানে থাকা বিভিন্ন মানুষকে একই সময়ে বয়ান করা যেতে পারে।

(২) দ্বীনি কাজের জন্য পরামর্শ:

সোশ্যাল মিডিয়ার একটি বিশুদ্ধ ব্যবহার এটাও যে, দ্বীনি কাজকে আরো সুচারু রূপে করার জন্য আলাদা আলাদা স্থানে থাকার পরও পরস্পর সহজেই পরমর্শ করা যেতে পারে।

(৩) ইসলামের নিরাপত্তা:

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের সঠিক উপযোক্ত শিক্ষা মানুষদের নিকট পৌঁছানো যেতে পারে আর দ্বীন ইসলামের সম্পর্কে লোকদের পাপ্তি ভুল বুঝাবুঝি দ্রুত নিঃশেষ করা যেতে পারে।

(৪) পরস্পর যোগাযোগে সহজতা:

পরস্পর যোগাযোগ এবং বার্তা পৌঁছানো সোশ্যাল মিডিয়া অনেক সহজ করে দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডে ডুনিয়ার যেকোন স্থান থেকে বার্তা পৌঁছানো যায়। **(মাসিক ফয়যানে মদীনা, নভেম্বর ২০১৭ ইং)**

(৫) সুন্নাতে ভরা বয়ান:

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَه এবং অন্যান্য মুবাল্লিগদের সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মাদানী গুলদস্তা দেখা এবং শুনা যায়।

(৬) জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভরা অনুষ্ঠান:

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মাদানী চ্যানেলের ঈমানোদ্দীপক তথ্য সমৃদ্ধ ও রূহানী অনুষ্ঠান সমূহের শর্ট ক্লিপ, অনুরূপভাবে মাদানী চ্যানেলের সরাসরি অনুষ্ঠানও দেখা ও শুনা যায়।

(৭) দা'ওয়াতে ইসলামীর সাম্প্রতিক তথ্যাবলী:

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাম্প্রতিক তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এই জন্য দাওয়াতে ইসলামীর "দিন-রাত বিভাগে"র ওয়েবসাইট www.news.dawateislami.net ভিজিট করুন।

(৮) মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব ও রিসালা অধ্যয়ন:

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত অসংখ্য কিতাব ও রিসালাও সহজে অধ্যয়ন করা যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাকতাবাতুল মদীনা

হে আশিকানে রাসূল! اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামী দুনিয়া জুড়ে প্রায় ৮০টিরও বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে "মাকতাবাতুল মদীনা"। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাকতাবাতুল মদীনা থেকে যেমনিভাবে সুন্নাতে ভরা বয়ান সমূহ এবং মেমোরী কার্ড দুনিয়া জুড়ে পৌঁছানো হচ্ছে, তেমনিভাবে হুযুরে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমীরে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাবও প্রকাশনায় সমৃদ্ধ হয়ে লাখো লাখ মানুষের হাতে পৌঁছে সুন্নাতের মাদানী ফুল বিলিয়ে যাচ্ছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়যানের বরকতে "মাকতাবাতুল মদীনা আল আরবীয়া" ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখান থেকে সুলভ মূল্যে আরবী কিতাব সংগ্রহ করা যাবে। আল্লাহ পাক মাকতাবাতুল মদীনাকে উত্তোরোত্তর সাফল্য দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

সৎ সঙ্গ লাভের মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সৎ সঙ্গ লাভ সম্পর্কে মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি বাণী লক্ষ্য করুন। (১): ইরশাদ করেন: "اَلۡمَرۡءُ مَعَ مَنۡ اَحَبَّ" অর্থাৎ মানুষ তারই সঙ্গে হবে যাকে সেই ভালোবাসে। **(মুসলিম, ১০৮৮, হাদীস: ৬৭১৮)** (২) ইরশাদ করেন: "اَلۡمَرۡءُ عَلٰی دِیۡنِ خَلِیۡلِهٖ فَلۡیَنۡظُرۡ اَحَدُ کُمۡ مَنۡ یُّخَالِلُ" অর্থাৎ মানুষ নিজের সঙ্গির দ্বীন ও তার নিয়ম-রীতির উপর হয় থাকে। এই জন্য তার দেখা জরুরী যে সেই কার সাথে বন্ধুত্ব রাখে। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আবি হোরায়রা, ৩/ ২৩৩, হাদীস: ৮৪২৫)** ★ সৎ-অসৎ সঙ্গিদের উদাহরণ কস্তুরী বহন করা এবং ভাট্টি চালানো কারীর মত। কস্তুরী বহনকারী তোমাকে তেমনই দিবে বা তুমি তার থেকে কিছু ক্রয় করে নিবে অথবা তার থেকে ভালো সুগন্ধী পাবে আর ভাট্টি চালানোকারী হয়তো তোমার কাপড় জালিয়ে দিবে কিংবা তার কাছ থেকে গন্ধ পাবে। **(মুসলিম, ১০৮৪, হাদীস: ৬৬৯৬)** ★ হাদীসে পাকে ইরশাদ করেন: বড়দের সংস্পর্শে বসো এবং উলামাদের কাছ থেকে প্রশ্ন করো এবং শসকদের সাথে যোগাযোগ রাখো। **(মুজামুল কবীর, ২২/ ১২৫)**

ঘোষাণা

সৎ সঙ্গের অবশিষ্ট মাদীন ফুল তরবিয়্যতী হালকাতে বর্ণনা করা হবে। এই জন্য এগুলো জানার জন্য তরবিয়্যতী হালকাতে অবশ্যয় অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِیْ عِلْمِ اللّٰہِ صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھْلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ سُبْحَانَ اللّٰہِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)